ভারত চিত্র

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

BANGLADARSHAN.COM

হেবি’ ভাবাঢ্য ভারত-চিত্রে বর্ণের সমারোহ–
মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ময়ী।

BANGLADARSHAN.COM

সোমনাথ

আমি বাস করি হাজার বছর আগেকার সোমনাথে,
ভক্ত ও বীর অধিবাসীগণ সাথে।
প্রত্যুষে মোর নিদ্রা ভাঙায় প্রভাত-আরতি-রবে
শিব শম্ভুর স্তোত্র গাহিয়া সবে।
নাচে আনন্দে ডমরুর তালে সাগর তরঙ্গ–
নীলকণ্ঠের যাচে যেন সঙ্গ।
গন্ধে বাদ্যে গীতে দিবসের হয় যে উদ্বোধন
প্রণতি জানায় গোটা ভারতের মন।
নিশিশেষ হতে প্রদোষ, প্রদোষ হইতে নিশীথ রাত
কাটে যে জীবন শুধু লয়ে সোমনাথ।
বলিভূক সব বিহগেরা আসি' অঙ্গন দেয় ভরি'–
নির্ভয়ে তারা চারিদিকে ফেরে চরি'।
সর্প তারাও শিব-শিবানীর প্রিয় বলে পায় মান,
একেবারে সেথা নাই হিংসার স্থান।
সব সমারোহ, সব উদ্যোগ, সব পূজা আয়োজন
করে জগতের কল্যাণ চিন্তন।
বিশ্বনাথের কাছে তারা মাগে গোটা বিশ্বের হিত,
নীতিবিদ নহে–তাহারা ব্রহ্মবিদ।
সাম্যের দেবে পূজে তারা নিতি সম দম জপে তপে–
বাহিরে এবং হৃদয়ের মণ্ডপে।
ঐশ্বর্য যে সকলি তাঁহারি দৈন্যও সব তাঁর–
কৈলাস তাঁরি ভয়াল শ্মশান যাঁর।
মনে পড়ে মোর পূজারিগণের সেই কণ্ঠস্বর,
সোমনাথ মোরে করেছে জাতিস্মর।
স্বর্ণবর্ণ মুখ মনে পড়ে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক
পুণ্য প্রভায় তনু করে ঝকঝক।
কোথাকার আমি কোথায়? গিয়াছে কত শতাব্দী সন–
তবু এ বুকেতে সে বুকের স্পন্দন।

BANGLADARSHAN.COM

কয়টা জনম মৃত্যু গিয়াছে? ছোটখাটো দেয়া-নেয়া।
এক নৌকাই দিয়াছে কয়টা খেয়া।
এ জীবন বৃথা, সেই সে জীবন স্মরি আমি দিবাযামি
এ আমি অলীক—সত্য যে সেই আমি।
এলেন দেবতা উল্লাসে মোর সেই বক্ষই নাচে
সেই চম্পকই ফুটিছে নূতন গাছে।

BANGLADARSHAN.COM

ভারত-চিত্র

হেরি ভাবাঢ্য ভারত-চিত্রে বর্ণের সমারোহ–
মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ময়ী!
রূপসাগরেতে শ্রদ্ধায় অবগাহি'
এ দর্শনের অধিকারী হওয়া চাহি,
অভাজন কোথা পাবে সে পুণ্য আঁখি?
ভক্ত তো আমি নহি।

২

ইলোরা এবং অজন্তা হতে মাদুরা ও তাঞ্জোর–
নদীয়া বৃন্দাবন–
রূপের রসের ভাবের প্রস্রবণ।
পুরুষোত্তমে 'বামনে' দেখিতে রথে,
পূনর্জন্ম ক্ষপয়িতে ধায় পথে–
তাঁরি রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে–আর
গুণে ভোর হয় মন।

৩

উঠিছে যাত্রী দ্বাদশ হাজার সোপান অতিক্রমি'
গির্‌নার পর্বত–
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ অঙ্কিত পথে।
ওই যে ভূধর নগর অরণ্যানী–
তাঁর দৃষ্টির কস্‌ লেগে আছে জানি,
এর চেয়ে আছে প্রিয় তাঁর এক ঠাঁই
কালিন্দী-সৈকতে।

৪

কোথা 'হিরণ্যা' 'কপিলা'র তীরে 'দেহোৎসর্গ' ঘাটে–
যাত্রীরা নাহে গিয়া–
তীব্র বিরহ-বেদনা-ব্যথিত হিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে নয়নজলে

BANGLADARSHAN.COM

ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে লুটালেন শিলাতলে,
ব্যাধ-শরাহত শ্রীকৃষ্ণের সে দুটি
রাঙ্গাপদ ভিজাইয়া।

৫

শত বাধা ঠেলি' মরু পাড়ি দেয়, হিংলাজ যায় কেহ,
কেহ ছোটে জ্বালামুখী,
তীর্থভ্রমণই তপস্যা—তাতে সুখী।
কেহ পূজা করে সর্বসিত সে শিবে—
কামনা-বিহীন—কী বর চাহিয়া নিবে?
দেখে এ ভুবন ভুবনেশ্বরে এক—
হৃদি পর্যুৎসুকী।

৬

কেদারনাথের গৌরীকুণ্ডে শুনি দেবদেবীগণে—
স্নানার্থী হয়ে নামে।
সব দেবময় ভাবের পুণ্যধামে।
গিরি শিরে শিরে শুভ্র তুষার রাশ,
ঘনীভূত যেন শিবের অট্টহাস,
রূপায়িত হয় মানসের শিবলোক—
মানুষের আল্‌বামে।

৭

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর—সেথা হতে দ্বারাবতী
তাঁর বংশীই বাজে,
সবে ছুটে যায় জুড়াতে তাঁহার কাছে।
ঠাকুরের মালা আসে ফকিরের গলে,
সুধা ভেসে ওঠে লবণ-সাগরজলে,
সব দুখ ক্লেশ—চিরদিবসের তরে
আনন্দ হয়ে রাজে।

৮

প্রয়াগের পথেতে কোথায় কেমনে, কেবা যে কী ধন পায়?
ঠিকানা পাইনে খুঁজি।

BANGLADARSHAN.COM

যাহা পায় তাহা অনুভব-দূর বুঝি।
গীতগন্ধের প্রসাদী কণিকা উড়ে,
ফোটায় পুষ্প ভাঙা মালঞ্চ জুড়ে,
পাথর যে দেয় নামের ঝুলিতে—কারো
পরশপাথর গুঁজি'।

৯

বসিয়াছে যেন সসগরা এই বিশাল ভারতব্যাপী
জগ-দরশন মেলা,
হিমগিরি শির হইতে সাগরবেলা।
টোডা ও মুণ্ডা লেপচা নুলিয়া নাগা—
সবাই মেলার অংশীদার যে দাগা,
দেখে দাঁড়াইয়া কলরব করে যারা
কেহ নহে হেলাফেলা।

১০

BANGLADARSHAN.COM

সাপ নাচাইছে, ফেরি করিতেছে—বাঁশী বাজাইছে কেহ—
কেহ দেখাইছে বাজি।
বিভিন্ন বহু ফুলের একটি সাজি।
মস্তকে বহি' শত সব্‌জির ভার,
কৃষক-বালিকা হইতেছে নদী পার,
কোচিনের নীলজলে—নারিকেল ছায়ে
তরী ভিড়াইছে মাঝি।

১১

লকড়ি আহরি' চলেছে কিশোরী রাজপূতানার পথে—
স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
ঊষর মরুর ঘন লাবণ্য কি?
বদরীনাথেতে পাহাড়ী রূপসী দল,
শান্ত কান্ত শুচিতায় ঢল ঢল,
তন্ময় হয়ে দেবতায় নিবেদিছে—
পূজার সামগ্রী।

১২

বিরাট বিপুল বিচিত্র ভিন জাতির সমন্বয়–
দৃশ্য অসাধারণ,
অচেনা তবুও জ্ঞাতি যে চিরন্তন।
প্রেমিক ভক্ত ভাবুক শিল্পী কবি
তারাই রচেছে তীর্থ–গড়েছে ছবি,
সবাকার এক গৃহস্বামীর ঘরে–
করেছে নিমন্ত্রণ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রণতি

দেখেছি ঊর্ধ্বে উঠেছেন যারা
কনক কিরীট শিরে
প্রণতি জানাই সেসব ভক্ত
গুণী জ্ঞানী আর বীরে
শ্রীহরির পদে তাঁদের নির্ভরতা–
সব সিদ্ধির একই গোপন কথা,
জ্যোতির্ময়ের কৃপার আলোক
রয়েছে তাঁদিকে ঘিরে।

রত্নমণির ঔজ্জ্বল্য যা
পড়িছে নয়নপথে,
কত তপস্যা করিতে হয়েছে–
আসেনি আপনা হতে।
করিতে হয়েছে অনেক কিছুই ত্যাগ
মাটিকে হইতে হীরক পদ্মরাগ,
আভা প্রতিভার সকল মণিকে
প্রণতি জানাই ফিরে।

BANGLADARSHAN.COM

গতির্ভর্তা প্রভুঃ

গোমুখী হইতে ক্ষীণ জলধারা ঝরিল প্রথম ভূমিতে যবে,
প্রতি কণিকায় একই আবেগ গঙ্গাসাগর যেতে যে হবে।
দোলনায় শুয়ে শিল্পী শিশু যে দেয়ালা দেখিছে বারম্বারই
জগন্নাথের দেউল গড়ার গৌরব পেতে সে অধিকারী–
কুসুমকোরক কী বাণী শুনিল বক্ষ তাহার উল্লসিত,
করিতে হইবে তারে শ্রীহরির রাঙা শ্রীচরণ অলঙ্কৃত।
সিংহশিশুর উষ্ণ শোণিতে কী পিয়াসা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
দুর্বার বেগে ঘুরিতে হইবে তারে গজমতি অন্বেষণে।
কেহ দৌড়ায়, ঊর্ধ্বে উধাও, কেহ গর্জায় লাফায় নাচে,
কর্মধারা যে কোথায় চলিবে ঠিকানা তাহার করাই আছে।
এত পরাধীন তবুও স্বাধীন–বিপুল বিশ্ব যন্ত্র চলে–
নিয়ন্ত্রিত যে সকলি করিছে তাঁর অঙ্গুলি সুকৌশলে।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব, করান তিনি যে তোমারে দিয়া–
কয়ও তাঁহার পতাকাও তাঁর, তুমি চল জয়পতাকা নিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কর্মযোগী

ভাবুক-ভাবের কারবারীকে ভালবাসি পরাণ ভরি',
ভাবকে যারা রূপ দিতেছে, তাদের কিন্তু প্রণাম করি
ভাব দিয়ে যে বস্তু করে,
সাবাসি সব কারিগরে,
অনুরাগে রাঙায় ভুবন নিত্য নূতন অভাব হরি'।

২

বীজ ভিজায়ে তুলছে তরু–সাজাইছে পুষ্পে ফলে–
আশার বাসা বাঁধছে নিতি মহাকালের রঙমহলে
যারা কামার যারা কুমোর
গোটা দেশ ও জাতির গুমর,
অশন ভূষণ বসন জোগায় স্বর্ণহার দেয় মায়ের গলে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

গুন্‌গুনানি ভালবাসি, উনঘুনানি জাগায় ফাঁকা,
ধন্য তারাই গড়ছে যারা মোম দিয়ে ওই মধুর চাকা,
সাজায় যারা বসুন্ধরা
পৃথ্বী গড়ে মধুক্ষরা,
আঁধার মথি' বাহির করে নূতন নূতন তারার চাকা।

৪

তারাই কৃতী, কর্মযোগী, কর্ম করে এ সংসারে,
পূর্ণ করে বিপুল ধরা কালজয়ী সব আবিষ্কারে।
ধ্যানের ছবি মর্মরেতে–
চাইছে সদাই আকার পেতে,
ভাবের মূল্য–সার্থকতা, তারাই শুধু দিতে পারে।

৫

ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবী বলছে সদাই 'কর্ম কর',
ভাবুক ভাল, ভাবুক ভাল, তাহার চেয়ে কর্মী বড়।
পূজে তারাই হায় অনিবার,

ভগবান আর ভুবনকে তাঁর
সেরা সেবক ভক্ত তারা ভাবুক চেয়ে শক্তিধরও।

৬

বরণ করি আনন্দেতে বিরাট পরিকল্পনাকে,
তারা মহৎ বৃহৎ যারা অনাগতের নক্সা আঁকে!
কিন্তু যারা করছে ভুবন
বাসের যোগ্য—শান্ত শোভন,
কর্ম যাদের তপস্যা হে—প্রভু তাদের কাছেই থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃস্তোত্র

মাগো আমার পুণ্যময়ি–তুমিই আমার জগন্মাতা!
জনম জনম পেলাম কৃপা–ধন্য দয়াল মোর বিধাতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো–
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।
পক্ষিণী মা বুজছে পারি এই বুকেতে 'তা' দিয়েছ–
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।

২

বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম–
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম?
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি আমার ডাকিনী মা–
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা–
দোলনাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুখিনী মা আমায় নিয়ে ভিখ মাগিয়া কেঁদেছ গো।

BANGLADARSHAN.COM

৩

আমার লাগি' প্রাসাদ রচি' আপনি থাক শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি, তুমিই ছোট শ্মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ দিয়ে যায় বরণ করি';
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই বালাই হরণ করি'!
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর মানিক ঝরে হাস্যেতে গো,
লুকোচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ–জনম জনম হবে ও মা–
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, তোমার কাজল, তোমার চুমা।

বিশ্বাসী

যাদের করেছ দীন দরিদ্র যাহারে করেছ অভাবী,
দুর্বল দেহ কেন দিলে তুমি দুর্দমনীয় স্বভাবই?
কেন শেখালে না–বেতসের মত,
প্রবলের কাছে হতে তারে নত?
তাহার বুকের পর্ণকুটীরে বসালে যে এনে নবাবই।

২

মানব মনের জ্ঞানের অতীত জটিল তোমার হেঁয়ালি,
ঘরেতে তাহার প্রদীপ জ্বলে না–অন্তরে তায় দেয়ালি!
পুড়ে মরে তবু সহে না পরশ,
অনাহারে থাকে তাতেও হরষ,
জীবনের চেয়ে মরণ সরস এরা কত বড় খেয়ালী!

৩

BANGLADARSHAN.COM

এরা জানে দিন সুদিন কুদিন ফুরাবেই সে তো ফুরাবে–
হোক না দীর্ঘ, হোক না তীব্র সব যন্ত্রণা জুড়াবে।
থাকিবে এবং আছে ভগবান,
দীনের বন্ধু আর্তের ত্রাণ,
লাঞ্ছিত হোক সত্য শেষেই বিজয় নিশান উড়াবে।

৪

এই অনটন এই অনশন তারা তো চাহে না বলিতে–
জানে দেহ হোক লঘু হতে লঘু ভার ভাল নয় চলিতে।
তাহাদের দুই চক্ষের জল
রাগের পথ তো করে না পিছল,
যাদিকে আগায়ে হরি লয়ে যান তাদেরে কে পারে দলিতে।

৫

যাহার আদেশে গিরি খাড়া রয়, বিশাল সাগর গরজে,
সে যার সহায় সে কি ভয় পায় সাহস তাহার বড় যে।
ছিন্ন পক্ষ শীর্ণ ভ্রমর,

করেনাকো ভর সমীর উপর,
সে যে রে নূতন বাঁধিয়াছে চাক হরির চরণ সরোজে।

BANGLADARSHAN.COM

ভুলের ফুলে পূজা

জানি আমি আমার গানে–
ছোট বড় ভুল আছে ঢের,
ভেবেছিলাম বদলে দেব–
রেখে দিলাম যা ছিল ফের
বামা ক্ষেপা ও গান শুনে
কী আনন্দ পেলেন মনে!
ঝরেছিল গণ্ড বেয়ে অশ্রু তাঁহার দু' নয়নের।

২

শালুক ফুলেই পূজা দিলাম–
এখন কোথা পদ্ম পাবো?
আদর ক'রে হাতেই নিলেন
হেসেই তাহা পদ্মনাভ।
আমার পূজা পূর্ণ হল
ত্রুটি আমার কী রহিল?
ভুলের ফুলেই তুষ্ট প্রভু–সে ফুল আবার কী বদলাবো?

৩

আমি 'পোড়ের ভাতের' লাগি'–
জ্বেলে ছিলাম ঘুঁটের উতো,
প্রাণের হোমের দেবতা মোর
তাতেই হলেন আবির্ভূত।
এতই কৃপা আমার প্রতি
স্বয়ং দিলেন পূর্ণাহুতি,
হল আমায় পর্ণকুটীর মণিকোঠা পুণ্য পূত।

৪

কথার ভুলে কী আসে যায়–
দেবদেবীরা ভাবগ্রাহী,
ভক্তি কোথায়? সজল চোখে
ব্যাকুল প্রাণে কেবল চাহি।

BANGLADARSHAN.COM

কাতর, ডাকি আমার মাকে–

হেরি যে মা মঙ্গলাকে,

তাঁহার কনক আঁচল দিয়ে এমুখ মুছান জগন্ময়ি।

BANGLADARSHAN.COM

পিতৃযজ্ঞ

বংশের আদি মাতাপিতাগণে প্রণতি জানাই পায়,
গঙ্গাসাগরে করি তর্পণ গোমুখী ভেদিয়া যায়।
পুণ্যপুঞ্জ হে স্বর্গবাসী
ভক্তি ও পূজা করি, ভালবাসি
তোমাদের দীন সন্তান করি বন্দনা কবিতায়।

২

তোমাদের স্নেহ, শুভ আকাঙ্ক্ষা, বংশলতিকা ধরি'–
সুরভির মত নামিয়া এসেছে–রেখেছে এ বুক ভরি'।
তোমাদের দান করি মোরা ভোগ
পারিজাত সাথে আছে তার যোগ,
তোমাদিগে আমি পরশিতে গিয়া হরিরে পরশ করি।

BANGLADARSHAN.COM

৩

সৃষ্টির সেই আদি হতে এই সুদূর বর্তমান
এলো তোমাদের অমৃতের ধারা–পাই তার সন্ধান।
সহেছ এমনি সুখ দুখ ব্যথা,
এই প্রতীক্ষা–এই ব্যাকুলতা
করেছ ধরার এই মধুবিষ আমাদের মত পান।

৪

স্নিগ্ধ সরল সবল জীবন হেথায় কাটালে হায়,
নব নব আভিজাত্য দিয়েছ বংশ মর্যাদায়।
ধর্মনিষ্ঠ উন্নত শুচি,
মানী তেজস্বী বিশুদ্ধ রুচি
পেলে আনন্দ দেবের পূজায় জীবের শুশ্রূষায়।

৫

তোমাদের চোখে এক হয়ে গেল নর আর নারায়ণ–
গৃহদেবতাই গৃহস্বামী তো–তোমরা তো পরিজন।
পিতৃলোকের পীযূষের হ্রদে

আমার দাবী যে প্রতি পদে পদে
আমি নর বটি, কিন্তু আমার দেবতারা পর নন।

৬

কত বিদ্রোহ কত বিপ্লব কতই যুগান্তর,
হেরেছ তোমরা সহ্য করেছ কত মন্বন্তর।
হয়নি শুষ্ক তোমাদের ধারা
বিপর্যয়েত হয় নাই হারা,
হল পবিত্র অমৃত নদী বৃহৎ বৃহত্তর।

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃবন্দনা

জগন্মাতা মাতৃজাতি ভুল করিনে প্রণাম দিতে–
ভক্তি ভয়ে বিস্ময়ে শির হয় যে নত অলক্ষিতে
যে রূপে রন যেথায় যিনি
সবাই শিব-সীমন্তিনী,
জানিনা তো কার জঠরে হবে আবার জন্ম নিতে।

২

বাজিকরের কন্যা তুমি–পাষাণী হও নাইকো ক্ষতি,
মা যে তুমি–তোমার কৃপাই পাওয়া জানি সহজ অতি।
মহিমার যে নাইকো সীমা,
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা–
যতই তুমি লুকিয়ে থাকো, তনয় তোমার পায় দেখিতে।

৩

BANGLADARSHAN.COM

তুমি মা আনন্দময়ী ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী–
কালের কালো তরঙ্গেতে ভাসে তোমার কৃপার তরী।
কত রূপে মা মা ব'লে
উঠেছি মা তোমার কোলে
জনম জনম গিয়েছি আর এসেছি এই অবনীতে।

৪

তোমার চরণ ধূলায় ধূসর–ধূলাতে দিই গড়াগড়ি,
সকল সুখ ও দুখ ভোলানো তোমার নামই সদাই করি,
যুগে যুগে জীবন ধরি,
তোমারি খাই, তোমার পরি
তোকেই মা দিই গালাগালি কষ্ট পেলে আতপ শীতে।

মহাসঙ্গীত

সেই সঙ্গীত শুনিবারে আমি আকাঙ্ক্ষী অভিলাষী–
সেই সজ্জন সঙ্গতি ভালবাসি।
পাপ্তার মত আগুলিয়া উৎসুক,
ডাকি' যে দেখায় দেবতার চাঁদমুখ,
যার মীড়ে মীড়ে শরীর শিহরে–মণিকোঠা ঘুরে আসি।

২

আপাতমধুর, লালসা-নাচানো, নহে সে চটুল সুর।
শিব-সঙ্গীত শিবেতর করে দূর।
'গোরখনাথের' মুদঙ্গ বাজে তায়,
নগর 'কদলী-পত্তন' গলে যায়,
ভোগে নিমগন যোগী মীননাথ কেঁদে মরে ব্যথাতুর।

BANGLADARSHAN.COM

৩

জন্মান্তর সৌহার্দ্যের সেই দেয় সন্ধান–
সত্য সে গীতে জাতিস্মর হয় প্রাণ।
হয় অশ্বিনী-উর্বশী উদ্দাম,
মনে পড়ে তার বৈজয়ন্তধাম,
সেই গীতই দেয় অভিশপ্তকে হারানো অভিজ্ঞান।

৪

অশোককাননে সীতাকে স্মরায় প্রাসাদ অযোধ্যার
সয়ম্বরের শুভ সভা মিথিলার।
যোগভ্রষ্টে ডাকে যে সাধনপথে,
স্থানভ্রষ্ট 'মাতলি'কে তার রথে,
জড়ভরতের গত মৃগমায়া মনে পড়ে বারবার।

৫

তাহার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বাহিরায় মোর মন
করি ধ্রুবদের ধ্রুবলোক দর্শন।
কতই সত্য, কতই স্বপ্নসাথ,

চেনা হারাণের পাই সেথা সাক্ষাৎ
করি সেই সুর-সাগরেতে শত জনমের তর্পণ।

BANGLADARSHAN.COM

কুপুত্র

আমি একগুঁয়ে, বড়ই অসাবধানী,
নাহিকো বুদ্ধি, নহিকো গুণী কি জ্ঞানী।
বহু ঠকিয়াছি, ঠকাটা হয়েছে ঠিকও,
তবে মনে হয় কারেও ঠকাই নিকো,
জননী যে বাজিকরের মেয়ে তা জানি।

২

মার উপরেই যত রাগ, দিই গালি–
সর্ব অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছি কালি।
যত দুখ-ক্লেশ যতই যাতনা পাই,
মনে বিশ্বাস পেয়েছি তাঁহার ঠাঁই,
সকলেই ভাল–বিনা সে চন্দ্রভালী।

৩

BANGLADARSHAN.COM

অবুঝ সুতের মায়ের উপরই ঝোঁক,
তিনি মোর সব ব্যথা দুখ রোগ শোক।
তাঁহারই উপর সকল উপদ্রব,
তিনি ছাড়া কারও সহা তা কি সম্ভব
তিনিই আঁধার–তিনিই মোর আলোক।

৪

পেয়েছি পেয়েছি সর্বংসহা মা–
যতই রাগাই কিছুতে রাগেন না।
যত বকি-ঝকি মা মা ব'লে যত কাঁদি,
তাঁহারি আদরে আবার হৃদয় বাঁধি,
পদ্মহস্ত জুড়াইয়া দেয় গা।

৫

আর কারও 'পরে নাই অভিমান ক্রোধ–
সবারই লাগিয়া ভারি মমত্ববোধ।
গুণ দোষ যাহা সবই মোর জননীর,

ঝরে কারণে ও অকারণে আঁখিনীর–
মরি অনুতাপে মানে না মন প্রবোধ।

৬

এমনি অভাগা–অভাগাই বলি তাকে,
জীবন ধরিয়া ঝালাপালা করি মাকে।
তবু যেন এই মনে সান্ত্বনা পাই
তাঁর জগতের ভাল তো আর সবাই।
কে মোর আপন? বকিতে যাইব কাকে?

৭

এ দৌরাত্ম্য, এই যে উপদ্রব–
মোর জীবনের নিত্য মহোৎসব।
গরলের এই নৈবেদ্যই আমি
জননীকে দিই–পূজা করি দিবা যামি,
কানে পশে তাঁর সুধা-হাস্যের রব।

BANGLADARSHAN.COM

৮

ইহাতেই মোর জীবনের সব দাম,
এমনি করেই এ জীবন কাটালাম!
কটা দিন বাকি? তবুও যদিন পারি,
মায়ের সঙ্গে চলিবেই আড়াআড়ি,–
কুপুত্র হায় পোষার যা পরিণাম!

পতিব্রতা

অজ্ঞাত যাঁরা অখ্যাত যারা ভুলেছি যাদের কথা,
প্রাসাদ কুটীর ধন্য করেছে যে সব পতিব্রতা,
রূপ যাহাদের ধূপের মতন পুড়েছে দেবোদ্দেশে,
পতিই দেবতা পতিই ধর্ম জানিয়াছে ভালবেসে,
কোনো প্রলোভন নিষ্ঠা নিবিড় করেনিকো চঞ্চল,
স্বর্গে মর্ত্যে বাঁধে গাঁটছড়া যাদের চেলাঞ্চল,
দেয়নি ফিরায়ে স্বামী কৃতান্ত যে সব সাবিত্রীর
শুধু নিরাশায় জীবন কাটিছে রুদ্ধ নয়ননীর,
অভাগিনী হয়ে যে সব বেহুলা জিয়াতে পারেনি স্বামী
স্মৃতি পঞ্জর বক্ষে চাপিয়া যাপিছে দিবস যামি,
যে দময়ন্তী বনেই রহিল অর্ধ ছিন্নবাসে–
কোথা নলরাজ! কাঁদে রাজরানী, কই সে ফিরে না আসে।
তুচ্ছ করিয়া পিতার ভবন ভবন অলকা জিনি'
স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে রহিল যে শিব-সীমন্তিনী–
গ্রামের যে সীতা অনলে পুড়িল না কহি' একটি কথা,
অনামা কবির প্রণাম লহ গো সেসব পতিব্রতা।

যাঁহাদের প্রেম মলিন ভারত ধৌত করিছে সদা–
যাঁরা সমাজের গঙ্গা যমুনা সরযূ ও নর্মদা,
যাঁদের স্তন্য ধন্য সূতের ওষ্ঠ ভিজায় আসি'
যাঁদের ভস্মে উদ্ভবে পীঠ মণিকর্ণিকা কাশী;
পদ-অলক্তে জবা রাঙা হয় সিন্দূরে অশোক ফোটে,
চরণে যাদের ধূলার ধরণী কৈলাস হয়ে ওঠে–
ভয়েতে পলায় দূরে অলক্ষ্মী, কলুষ কালিমা সরে,
যাঁদের হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ আলাই বালাই হরে,
সৃষ্টিরে যাঁরা রাখে পবিত্র চির কল্যাণ আনে,
দীন অন্দর মন্দির হয় যাঁদের অধিষ্ঠানে–

BANGLADARSHAN.COM

চন্দন বহে দেহসৌরভ, ফুল হৃদয়ের জ্যোতি
রোষবহ্নিতে পুড়ে মরে কাম, ধন্য সেসব সতী।
সাধ্য নাহিকো এ ক্ষীণকণ্ঠে তাঁদের স্তোত্র গাহি–
বন্দনা করি' হই কৃতার্থ নিত্য আশিস্ চাহি।

BANGLADARSHAN.COM

লোচনের খোল

যে খোল বাজায়ে গাহিল লোচন ‘এসো এসো বঁধু’ গান,
প্রেম আঁখিনীরে অভিষেক হল যার সারা দেহ প্রাণ।
যে খোলের সাথে মিশায়ে রয়েছে মনোহরসাহী সুর–
শুনি অনুখন মধুবাণী যার তিয়াসা হল না দূর,
হরিনাম রস বাদ যেতে যাহে উঠেছিল মধুবোল,
লোচনের পাটে টাঙ্গানো থাকিত লোচনের সেই খোল।
পাঠ হত যবে চরিতামৃত হত কীর্তন গান,
মাটির সে খোল আপনি বাজিত লভিত যেন সে প্রাণ।
নরোত্তমের প্রার্থনা শুনি’ অজ্ঞাতে দিন তাল,
এমনি করিয়া কাটিয়া গিয়েছে এইখানে বহুকাল।

২

উঠিল একথা বর্ধমানের প্রতাপচাঁদের কানে।
আনাও সে খোল, শুনিব বাদ্য, ছুটে লোক গ্রাম পানে।
একি দুর্দিন ঘরে ঘরে শুধু হায় হায় করে লোক।
গ্রাম ছাড়ি’ যাবে সাধকের খোল, গ্রামজোড়া তাই শোক।
ওগো মৃদঙ্গ! যেও না যেও না, হয় যে ব্যাকুল মন,
চিন্তামণির দেওয়া মণি তুমি সাতটা রাজার ধন।
নৃপতি আদেশে মোহান্ত সহ হাজির হইল খোল,
ভাঙিয়া এসেছে শহরের লোক উঠে ঘন কল্লোল।
শুন মহারাজ, কহে মোহান্ত ভীতিবিহ্বল স্বরে–
বড় নিদারুণ এ খোলের সাড়া থাকিতে দেয় না ঘরে।

৩

শুনে কাজ নাই–বাজাতেও মানা শুনিয়াও নাহি ফল–
জ্বালাময় করে ঘর-সংসার শুনিলে অমঙ্গল।
তবুও আবার রাজ অনুরোধ এড়াতে না পারি আর’
নয়নের জলে চুম্বিয়া খোলে প্রণমে বারংবার।
কাঁপিছে হস্ত, নয়ন তাহার ভয়েতে মুদিয়া আসে,
রাজ অনুচর ধরন দেখিয়া বদন টিপিয়া হাসে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রভু নাম স্মরি' ঘা দিলেন খোলে–বাজে মৃদঙ্গ জোরে–
নাচে মোহান্ত তা থেই তা থেই রাজ অঙ্গনে ঘোরে।
বাজে মৃদঙ্গ থামেনাকো আর টলমল করে বাড়ী–
ভাঙি' পড়ে চূড়া ঝাড় হয় গুঁড়া–শঙ্কিত নরনারী।

৪

মীননাথপুরী সম বুঝি আজ সব হয় চুরমার,
রাজ পরিজন ভীত চঞ্চল বচন সরে না আর।
তমাল তরুর তল উঠে ভিজি' কদম পুলকে ফাটে,
প্রলয় বাদলে কি ঘূর্ণী এলো বিলাসের রাজপাটে?
বহুখন পর থামিল বাদ্য ঘাটে বাটে কথা রটে–
সকলেই বলে ধন্য ধন্য সিদ্ধ এ খোল বটে।
গ্রামে মোহান্ত আসিলেন ফিরে–সেই সে খোলের
মুখে নাই কথা সজল নয়ন–হস্তে পক্ষাঘাত।
হোথা পরদিন প্রতাপচাঁদের পেলে না কেহই খোঁজ,
তোরণে শান্ত্রী দাড়াইয়া থাকে আশাপথ চেয়ে রোজ।
ঘোড়াশালে তাঁর প্রিয় ঘোড়া কাঁদে হাতীশালে কাঁদে হাতী–
রাজ অঙ্গনা কাঁদেন কাতরে ভূতলে আঁচল পাতি'।

*　　*　　*

বহুদিন পরে ফিরিলেন রাজা–চিনিল না কেহ তাঁরে
গৃহের মালিক অতিথির মত ফিরে গেল এসে দ্বারে।

BANGLADARSHAN.COM

নির্দোষ

জজের কেরানী গজের মতন টলে টলে চলে আবদারে,
বুকে নাহি ভয় ধীরে কথা কয় চৌকশ সে যে সবধারে।
ডুবেছে সে হায় মদের নেশায় পশেছে সে বিষ অন্তরে,
যাহা কিছু পায় দুহাতে উড়ায় খেয়াল-সাগরে সন্তরে!

এহেন গিরিশ হল ডিস্‌মিস্‌ মলিনতা নাই মূর্তিতে–
প্রসন্ন চিতে শিস্‌ দিতে দিতে চলে গেল মহা ফুর্তিতে।
আপনি বিকায় লালসার পায় কে আর তাহারে সম্বরে?
সবল পক্ষ কপোত উড়িল যেন শ্যেনাকুল অম্বরে।

বরষের পর বরষ কেটেছে ডাক্তারি করি' স্বগ্রামে–
দেশেতে এবার দারুণ মড়ক লেগেছে প্রথম অঘ্রাণে।
রোগী দেখে হায় ফিরি অবেলায়, মেঘ করিয়াছে ঘোর করি',
ইরাণী যুবতী আসিয়া দাঁড়াল সজল নয়নে কর জুড়ি'।

BANGLADARSHAN.COM

বলে ডাক্তার, চল মোর সাথ, এই নে যাবার টঙ্কা নে,
বলিয়া সুমুখে খুলিয়া রাখিল তাহার হাতের কঙ্কণ।
চাহিনে টঙ্কা, বলি' চলিলাম ভ্রমণকারীর আড্ডাতে
দেখি স্বামী তার পড়িয়া রয়েছে চটের উপর খট্টাতে।

সহসা দেখি এ কাহার মূরতি! পাণ্ডু অধর সুস্মিত,
ওযে চেনা বেশ সেই যে গিরিশ দেখিয়া হইনু বিস্মিত।
চোখে এল জল, সকলি বিফল, মরে যাই দুখে লজ্জাতে–
মুমূর্ষু প্রাণ করে আনচান পড়িয়া মলিন শয্যাতে।

বলে, জল দাও, তল্‌পি সাজাও, চলে যেতে হবে কোন্‌ দূরে–
ঘোড়া যে আমার হল চঞ্চল, মানেনাকো রাশ বন্ধুরে
করে জোড় কর, চায় সকাতর, পড়ে ধীরে আঁখিনীর খসি'–
শেষকথা তার, 'ধর্মাবতার, হুজুর, আসামী নির্দোষী।'

কালিদাস

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে–নবরত্নের সভাতে–
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন বসিয়া আছেন প্রভাতে।
হয়ে গেছে কাল, শকুন্তলার সর্বপ্রথম অভিনয়,
নট নটী দল বিদায় মাগিছে–প্রণতি জানায়ে সবিনয়।
কী সুধার পরিবেশন করেছে–সে কী আদর্শ চারুতার,
দিকে দিকে ছোটে যশ-সৌরভ সেই অপূর্ব বারতার।
তন্ময় আজ গোটা রাজধানী–একই কথা সব ভবনে–
'মৃদু মৃগদেহে মেরোনাকো শর'–এখনো পশিছে শ্রবণে।

২

শকুন্তলার বিরহে যেমন বিষাদ-বিমনা তপোবন,
বিশাল নগরী তেমনি হয়েছে–শিথিল সবার দেহমন।
বলিলেন রাজা, হে কবি, তোমার প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ,
সেই যে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি–সেই তো মোদের ইতিহাস।
যা কিছু রম্য–যাহা সুমধুর–তুমি রেগে গেলে কুড়ায়ে–
কাল-ভাণ্ডারে তব অবদান–দানেতে যাবে না ফুরায়ে।
শত সহস্র বরষ পরেও ওই সুধারস গড়াবে–
জন্মান্তর সৌহাদ্য কি ক্ষণেকের তরে স্মরাবে?

৩

বনজ্যোৎস্নার কুসুমোদ্দাম, মৃদু গুঞ্জন ভ্রমরের,
'হংসপদী'র ও গীতলহরী ভোগ্য করিলে অমরের।
তরু আলবালে জল দেয় বালা–মৃগ করে কার পথরোধ–
তাদেরও চিত্র মধুর করেছ, নিবিড় তোমার রসবোধ।
মোদকখণ্ড লোভী মাধব্য–মোর কঞ্চুকী, সারথি–
অনন্ত প্রাণ লভিয়া আজিকে করিছে তোমার আরতি।
পরভৃতা তব শুনিয়াছে শ্লেষ–আতপত্রও হাসিছে–
মূক ও মৌন তোমার পরশে মুখর হইয়া আসিছে।

BANGLADARSHAN.COM

৪

সেদিনের সেই উৎসব-প্রাতে দেখিনু দাঁড়ায়ে দু'জনায়–
একদিকে উঠে রাঙা হয়ে রবি–আন দিকে শশী ডুবে যায়।
লোক ভাগ্যের ব্যসনে উদয়ে কী ছবি ফুটালে তূলিতে–
অতুলনীয় তব প্রকাশভঙ্গী কিছু যে দেবে না ভুলিতে।
শিপ্রা অনিলে কী মন্ত্র দিলে? মূর্তি রচিলে কী রসের?
মোদের ক্ষণিক দুখ সুখ হল–আনন্দ চির দিবসের।
অতি সন্ধানী কঠিন বড়ই তোমায় নিকট করা বাস,
মরমের ব্যথা, সরমের কথা, কিছুই রাখনি অপ্রকাশ!

৫

আকাশঘেরা ও ইন্দ্রজালের সকলি ধরেছ জাদুকর,
তত্ত্ব খুঁজিয়া মোরা হত হই–কৃতী তো তুমিই মধুকর।
আজিকার আমি প্রবল মালিক কেহ নই আমি কালিকার,
জীর্ণ তুচ্ছ লৌহতন্তু নবরত্নের মালিকার।
হে মহামানব, চিনেও চিনিনি–হয়তো করেছি কুভাষণ,
কাল কালিমার অনেক ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল তব সুখাসন।
অনন্ত পথে উঠ জয়রথে কত করিয়াছি পরিহাস–
তুমি যে আমার–এই গৌরব–আমরা তোমার কালিদাস।

BANGLADARSHAN.COM

৬

হে কবি, এ যুগ ধন্য করিলে, সজীব করিলে আঁকিয়া
মহাকাল-ভালে অমৃতক্ষরা শশিকলা গেলে রাখিয়া।
রাজ্য ও রাজা মিলাইয়া যাবে–কালসাগরেতে পাবে লয়,
তুমি আমাদের শরণ সুহৃদ–তুমি আমাদের পরিচয়।
বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি পরাইয়া দাও তব চীর,
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও কোথা আশ্রম মরীচির।
বন্ধুর দেওয়া বিজয়তিলক মুছ না হে কবি মুছ না,
আসে অনাগত গুরু-গৌরব–আমি করি তার সূচনা।

ভারতের কালিদাস

ভারতের তুমি, তুমি সারা ভারতের,
জাতি দেশ কাল তোমাকে দেয় না বেড়।
বিগত আগত, অনাগতদের তুমি,
বন্দনা করে সব যুগ–সব ভূমি,
সব পরিধির বাহিরে দাঁড়ায়ে–তবু তুমি আমাদের।

২

ভারতের কালজয়ী প্রতিনিধি–তার সেরা পরিচয়,
ভাবের ভূমিতে তুমিই তো হিমালয়।
মহাভারতের হে মানসসম্ভব,
আনিয়া দিয়াছ অনন্ত গৌরব,
তোমারে ঘেরিয়া ভাষা ও ভাবের গঙ্গা যমুনা বয়।

৩

BANGLADARSHAN.COM

শ্রবণে মোদের এখনো শিপ্রা নদীর কলস্বন,
তোমার মেঘের মতন ঘোরে এ মন
মহাকাল-ভালে খণ্ড চন্দ্র আলো,
তুমি এনে দিলে, নয়ন জুড়ায়ে গেল,
তব রাজসূয় যজ্ঞে করি যে ভুবন নিমন্ত্রণ।

৪

ভারতের ভাষা, তোমারি যে ভাষা, হইতে পারে কি মৃত?
সংস্কৃতের চেয়ে সে যে সংস্কৃত।
তব লিপি হবে সারা ভারতের লিপি,
ভারতীর ও যে নিজে হাতে গড়া দীপই,
উভয়ে করিবে জগৎকে ধনী–বিশ্বকে বিস্মিত।

গান্ধী মহাত্মা

অর্ধ ধরণী নত হল যাঁর পদ্মাসনের তলে,
অহিংসা নব-যুগের সূচনা করিল ভূমণ্ডলে,
হেরি পশুঘাত সদয় হৃদয় বুদ্ধ-শরীরধারী–
কেশবে আমরা চক্ষে দেখিনি–হতভাগ্য যে ভারী,
পশুঘাত নয়, নর-পশুদের আঘাত ব্যথিল যাঁকে,
আমরা দেখেছি সে মহামানব গান্ধী মহাত্মাকে।

২

প্রায় দু' হাজার বৎসর পরে জন্মেছি ইহলোকে,
যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমাসুন্দর মূর্তি দেখিনি চোখে;
কোথায় প্রতাপী 'পাইলেট' আর কোথায় বিচার দিন,
উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সে অমর নেজারীন্।
যুগের যুগের শিল্পী ও কবি চিত্র যাঁহার আঁকে–
দেখিনি–কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

প্রেম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন ভাবাবেগে–
মাঠ ঘাট বাট তীর্থ হতেছে চরণের ধূলা লেগে,
ভক্তিতে নত যত নরনারী নত পাখি তরুলতা
জীবে সে কী দয়া, শ্রীহরির লাগি' কী গভীর ব্যাকুলতা,
অচণ্ডালকে ডাকি' কোল দেন–যান যেথা তাঁরে ডাকে–
দেখিনি–কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

রাজঘাটে

মনে হল মোর, হয়তো প্রথম, সুশ্যামল তৃণে ভরা,
মহাভারতের এই ময়দান ময়দানবের গড়া।
সতৃষ্ণ আঁখি দাঁড়াত অযুত ভাগ্যবানের সারি,
কৃষ্ণার্জুন যখন এখানে করিতেন পায়চারি।
সরমে যমুনা দূরে সরে গেল মন হল উচাটন,–
বংশীধরের শ্রী-করে হেরিয়া চক্র সুদর্শন।
পদ্মনাভের বুকে উঁকি দিল প্রথমে যেখানে গীতা,
ভাবিতেছি ঠিক সেইখানে ঠাঁই লভিয়াছে এই চিতা।

২

দেখিলাম যাহা বেদনাদায়ক, তবুও দেখিতে চাই–
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের দেহভস্মের ঠাই।
নশ্বর হেথা যাহা ছিল তাঁর, নিঃশেষ হল পুড়ি',
অবিনশ্বর যাহা তাঁর তাই রহিল ভুবন জুড়ি'।
এই চিতা তাঁর–একক যাহার কঠোর তপঃফলে
সমগ্র এক জাতির মুক্তি আনিল ভূমণ্ডলে।
দাঁড়াল ভয়াল ক্রুদ্ধ সিংহ থমকি' নিকটে তাঁর,
পুষ্পের ঘায়ে বিচুর্ণ হল মারণ-অস্ত্রাগার।

৩

কোথা বেলী যূঁই রজনীগন্ধা? দেখি যে লাগিল ধাঁধা,
কোথা শতদল?–চিতাপীঠে শুধু সাজানো রয়েছে গাঁদা।
চিরদিন জানি বিশাল ভারত, ফুলময় গীতময়,
এই রাজঘাটে ঘটাতে হইবে তাহারি সমন্বয়।
ফুলে ফুলে হবে পুরবাসীদের সুরভিত নিশ্বাস।
ফুলের ফসল ফলাতে হইবে–চাই গোলাপের চাষ,
দূর অলকার স্বর্ণচম্পা কেশর মাণিক্যের–
বায়বাস্ত্রে কে উড়ায়ে আনিবে এই নগরীতে ফের।

BANGLADARSHAN.COM

৪

পিপাসু শ্রবণ হেথায় শুনিবে প্রভাতে সন্ধ্যাকালে–
মনোহরসাহী কীর্তন গান গীত দশোকোশী তালে।
নানান ভাষার সুরশিল্পীরা বড় বড় ধ্রুপদিয়া,
জাতির জনকে পূজিবে আসিয়া কণ্ঠের সুধা দিয়া।
দিবসে নিশীথে ভাসিয়া আসিবে শত সুর-ঝঙ্কার;
মেঘমল্লার দীপক বেহাগ দরবারী কানাড়ার।
ধ্বনিবে মঠের কক্ষে কক্ষে ভজন গানের সুর–
গীতে ও গন্ধে ধূপে দীপে রবে অঙ্গন ভরপুর।

৫

এই যে চিতার ভস্মের কণা করে দিবে নির্মল–
গোটা এ ভুবন অন্তরীক্ষ, বায়ু ও জলস্থল।
মনকে করিবে অপাপবিদ্ধ, দেহলে সবল শুচি,
হিংসা দম্ভে দর্পেতে আর রহিবে না অভিরুচি।
আসিবেন হেথা দেশ বিদেশের গুণী ও তত্ত্ববিদ্
স্থাপিতে জগন্মঙ্গল ব্রতে স্থায়ী শান্তির ভিত।
বিশ্বজিতের ত্যাগ যজ্ঞেতে সাধু ঋত্বিক সব–
জানাবেন আসি' প্রেমই মহান–বৃথা জাতিগৌরব।

BANGLADARSHAN.COM

৬

নিজে দীন তিনি, কিন্তু ছিলেন দীনবন্ধুর প্রিয়–
সকল জাতির সুহৃদ ছিলেন–সবাকার আত্মীয়।
কটিবাস পরা সেই ফকিরের চিতায় লুটাতে শির,
হতেছে নিত্য কত সম্রাট কোটিপতিদের ভিড়।
জগতের মহাতীর্থ হইবে দিল্লীর রাজঘাট–
অনাগত যুগ দেশ ও জাতির হবে মিলনের পাট।
চিতায় তাঁহার কোটি কোহিনূর ছড়ানো রয়েছে ভাই–
সত্যাশ্রয়ী সে মহামানবে ভুলে যেন নাহি যাই।

কপিলাশ্রমে

বেণুকর এক অতিথি হইল কপিলমুনির আশ্রমে
মনে হয় বুঝি ভুলক্রমে।
দেখে উল্ ঢাল্ সকল দ্রব্য কিছুই নাহিকো সজ্জিত,
মুনিও হলেন লজ্জিত।
কোথায় পড়িয়া নীরবে মুষ্টি অর্ধপিষ্ট ইঙ্গুদী,
ফেরে ফড়িঙের পতঙ্গই।
ঢুঁ মারিতে আসে আশ্রম-মৃগ নবোদিত দৃঢ় শৃঙ্গেতে
থামে না মুনির ইঙ্গিতে।
ডাঁস মধুপেরা গুঞ্জন করে, সদা দংশনে উদ্যত
মরালেরা সব উদ্ধত।
নাহিকো তুষ্টি, নাহিকো পুষ্টি রুক্ষ বৃক্ষ অঙ্গনে,
রঙহারা ফুল রঙ্গনে।
ভাবে গুণী কেন শান্ত ভূমেতে রৌদ্ররসের আধিক্য?
মুনি যে তেজের প্রতীক গো।
পদ্মনাভের তুল্য মুনিরে ঊর্ণনাভে যে বেষ্টিল–
আগে আশ্রম বেশ ছিল।
কহে বেণুকর, আসিয়াধি তব চরণ-প্রান্তে আজ কেন–
অন্তর্যামী সব জানো।
সংখ্যা লয়েই আমারও সাধনা তাহাই করেছি অঙ্গীকার,
তুমি ব্যথা বোঝো সাংখ্যকার।
সাত সুর তবু একজনে চায় করিবারে রস-সৃষ্টি তো
দিতে অমৃত দৃষ্টি তো।
মিলনের এক সুর উঠিতেছে সপ্ত সুরে সংঘাতে
এক রহিয়াছে সব তাতে।
আশ্রমে তব প্রকৃতি কই? পুরুষ রয়েছে উহ্য যে,
ঝলমলি কত বুঝছো হে?
বেসুরা করেছ সকলি যে তুমি, বেসুরা তোমার সংসারও
সৃজিতে পার না, সংহারো।

BANGLADARSHAN.COM

অনল চিনেছ, চেন না জীবন, রাখ না শ্যামের সংবাদই
তুমি বড় বিসংবাদী।
আমার বাঁশরী দীপকে জ্বালায় সৃজে পুন মেঘমল্লারে–
কমল কুমুদ কহ্লারে।
সুরে গড়ি' আমি চৌদ্দ ভুবন করি আনন্দে নন্দিত
স্পন্দিত আর ছন্দিত।
আমার ধরণী নিতি বিচিত্র কভু শ্যামা কভু পিঙ্গলা।
সবেতেই কত শৃঙ্খলা।
আমার বীণার তালে তালে নাচে গ্রহ তারা রবি ইন্দু ও
তেরো নদী সাত সিন্ধুও।
ওড়ানো-পোড়ানো নহে তো কঠিন সাজানো-গোজানো শক্ত হে,
তুমি ভস্মের ভক্ত যে।
শ্যাম অঞ্জন দিব আমি তব অশনিগর্ভ চক্ষেতে–
সুর শল্যে অলক্ষেতে।
খর জ্যোতি তব দ্রব ক'রে দেবো সুর-সুরধনী গঙ্গাতে
সংজ্ঞা আনিব সংখ্যাতে।
জেনো মুনিবর চলে না ভুবন কেবল পঞ্চভূত নিয়ে
বাদ দিয়ে পরমাত্মীয়ে।
পঞ্চকে তুমি বাড়াইয়া কর যদিই পঞ্চবিংশতি–
তাতে ও সেই অসঙ্গতি।

BANGLADARSHAN.COM

ভাণ্ডীর বনে

দীন দরিদ্র অখ্যাত বটি–
যায় নাই অভিমান তো,
উপেক্ষা আর অনাদরে হত
সজল নয়নপ্রান্ত।
দীনতা আমার আসেনি এখনো মনে,
তাইতো বেদনা পেতাম ক্ষণে ক্ষণে,
তুচ্ছ আঘাতে আহত এ প্রাণ
গোপনে নীরবে কাঁদতো তো।

২

সহজে লাগিত মর্মে আঘাত
দেখেছি করিয়া লক্ষ্য,
বুঝিতাম নাকো কেন পাব তাহা–
নহি আমি আর যোগ্য?
এড়ায়ে যেতাম ধনী মানী গুণীদিকে
করিতাম ইহা হয়তো ঠেকেই শিখে,
সে বিষয়ে ছিল হিংসাই বেশি
বুক তো হত না শান্ত?

৩

অঘটন এক ঘটিল একদা
ভাণ্ডীর বনে হায় রে,
গোপালে দেখিতে জেলা-শাসকের
সঙ্গে কি কেহ যায় রে!
দু'ধারে তাঁহাকে বন্দনা করে লোকে,
জনপ্রিয়তার আনন্দ তার চোখে
সুখে রাজেন্দ্রসঙ্গমে আমি
চলিয়াছি দীন পান্থ।

BANGLADARSHAN.COM

৪

মন্দিরদ্বারে পার্শ্বে দাঁড়ানু
আনন্দাশ্রু গণ্ডে–
প্রসাদী মাল্য পূজারী যে দিল
প্রথম আমার কণ্ঠে।
বলিনু তাঁহাকে জেলাপাল তব আগে,
আমাকে এ মালা দেওয়াটা ভাল লাগে?
তাঁকেও দিতেছি, পুত্রকে কন–
দ্বিতীয় মালাটি আন্ তো।

৫

লজ্জিত আমি–বলেন বন্ধু
পূজারী নন সামান্য,
করেছেন তিনি জেনো গোলাপের
আদেশই কেবল মান্য।
ভক্ত যাত্রী তুমি–আমি ছড়িদার,
দেবের প্রসাদে তোমারি তো অধিকার,
যিনি যে জিনিস পাবার যোগ্য
তিনিই তা শুধু পান্ তো।

৬

হাসেন বন্ধু–যাত্রীর দল
জাগায় জয়ধ্বনি,
চুপ ক'রে থাকি চক্ষু সজল
বড়ই প্রমাদ গনি।
দীনবন্ধুর হেরি' এই ব্যবহার,
চূর্ণ আমার সকল অহঙ্কার,
এমন করিয়া লজ্জা দিতে কি
হরি বিনে কেউ জানতো?

BANGLADARSHAN.COM

দণ্ডকারণ্য

আমরা যাব, যাবই যাব, দণ্ডকারণ্য,
সঙ্গে লব, বাংলাদেশের পুণ্য ও পণ্য।
বাঁধব 'মরাই' ডাইনে বামে, বাঁধব সোনার ধান,
আম কাঁঠাল ও নারিকেলের প্রকাণ্ড বাগান।
ফলাইব সেই মাটিতে শ্রেষ্ঠ ফসল ঢের–
সিঙাপুরী আনারস ও কমলা সিলেটের।
অঙ্গনে পুঁই পুনকো পালং কুমড়া শশা ঝিঙা,
পদ্মভরা দীঘি দূরে–মাছ ধরিবার ডিঙা।

২

নানান রকম মাছ ফেলিব খিড়কি পুকুরে,
ছিপটি যাতে, বসবো মোরা, দিবস দুপুরে।
ঘর্ঘরিয়া ডাকবে হুইল–খেলবে বৃহৎ রুই,
আসবে ছুটে চাষী–যারা নিরুচ্ছিল ভুঁই।
ডিমভরা সব ট্যাংরা পুঁটি ধরবো বাটা পোনা–
উল্লসিত ছেলেমেয়ের চলবে আনাগোনা।
চরবে গাভী মুখ ডুবায়ে শ্যামল তৃণ 'পর–
মাছে দুধে ভাতে রবে–মোদের বংশধর।

৩

জানাবো এ পুনর্বাসন–নির্বাসন তো নয়–
ভয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখেন হরির বরাভয়।
গড়বো কেহ মুড়ি ভাজার খোলা খাপুরি–
বুন্‌বো কেহ কুলো ডালা ঝাঝুরি ঝুড়ি,
বানাইব অমৃতি কেউ–ঢাকাই পরোটা–
লাড্ডু পেড়া বলবে দেখে 'পর নহে ওটা'।
সরভাজা ও ছানাবড়া খইচূর ও ল্যাংচা–
সীতাভোগ ও মিহিদানা–যে চাহিবে যা!

BANGLADARSHAN.COM

৪

গড়বো নূতন বিক্রমপুর, নূতন নবদ্বীপ–
‘চন্দ্রনাথে’র ভালে দিব নূতন চাঁদের টিপ।
সবাইব ‘দত্তপাড়া’ দণ্ডকেতে আনি’–
‘জনস্থানের’ পীঠের কাছে তীর্থ রাজেন্দ্রানী।
সর্বহারা একেবারে নিঃস্ব ও নিঃশেষ–
অরণ্যেতে মিলবে নূতন ‘সব পেয়েছির দেশ’।
কেড়ে নিলে–ফেলে এলাম–আকুল আঁখিনীরে–
পদ্মা এবং মেঘনাতে–যা–হেথায় পাব ফিরে।

৫

আরতিতে বাজবে কাঁসর বাংলাদেশের ঢোল–
শঙ্খ ঘণ্টা হুহুরবে–বক্ষ উতরোল,
পড়বো সবে মহাভারত পড়বো রামায়ণ
হবে মহৎ দুখের সাথে দুখীদের মিলন।
শ্রীবৎস ও চিন্তা এলো কাঠুরিয়ার দেশে,
চিনবে না কেউ এলো যে হায় অতি মলিন বেশে।
লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা পায়নি কিছু কম–
হেথায় যেন মেলে তাদের ‘সুরভি আশ্রম’।

BANGLADARSHAN.COM

৬

সবায় নিয়ে করবো যে ঘর বড়ই মনে সাধ–
‘জন্মাষ্টমীর’ সে আনন্দ পড়বে নাকো বাদ।
দশভূজা মূর্তি মায়ের বাংলাদেশের ঢঙে
তৈরি হবে চুম্‌কি চুনী, রাংতা এবং রঙে।
লক্ষ্মী-পূজার সমারোহ এলুন দেওয়া বাড়ী–
মনসা ও ষষ্ঠী পূজা ভুলতে কি গো পারি?
পৌষ আগ্‌লাবো, রোদ পোহাবো, গড়বো পুলি-পিঠা,
পার্বণও যে মোদের কাছে ভিটার মত মিতা।

৭

ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের দণ্ডকারণ্য–
গুণীগণের বাসে হবে নৈমিষারণ্য।

সেথায় মোরা খুঁজবো নিতি দেবদেবীর পাঁজ
পুণ্য সে সব পদধূলির কিছু কি নেই আজ?
মুনি ঋষি যক্ষরক্ষ সবার অতিথি–
তাঁদের কৃপা তাঁদের আশিস্ মাগবো যে নিতি।
ধূলা-মুঠি সোনার-মুঠি–ঘরকে তপোবন
করবো মোরা, লাগলো চোখে অমৃত অঞ্জন।

৮

যে প্রতিভা ফুটবে হেথা বল সকলে বল–
পূজবে মায়ে একশত আট দিয়ে নীলোৎপল।
অতি বিপুল সে ঐশ্বর্য একলা ভোগের নয়–
বহুর ভোগে লাগবে, তবু রহিবে অক্ষয়।
অনাগত যাঁদের কথা এখনো অজ্ঞাত–
জন্মগ্রহণ করবে হেথায় মহামানব কত।
বিরাট তাদের অবদান ও মহাপ্রাণতায়
চিনবে সারা বিশ্বকে যে–যাচ্ছি সেই আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

গঙ্গাসাগর

কপিলের রোষ ডুবিয়া রয়েছে দেবতার আঁখিজলে,
জলগণ্ডীতে আটক করেছে হিংসার কালানলে।
দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আছে জলমুষ্টির চাপে,
গলেছে লবণ হিমাদ্রি ঘোর জিঘাংসা সন্তাপে।
অনির্বাপিত ভীম সংগ্রাম নিতি দেবাসুর দলে–
লভেছে এখানে সলিল মূর্তি কাহার তপঃ ফলে?

২

হে নীলাম্বুধি ভালবাসে নর শুনিতে গোপন কথা,
কার লাগি' এই দিগন্তব্যাপী অনন্ত ব্যাকুলতা?
নীলমণি-গলা সলিলে বিপুল ধনভাণ্ডার রাজে
রত্নাকর যে–দম্ভ দর্প তোমাকেই শুধু সাজে।
তরল কপিল নেত্রাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সব
কাহার লাগিয়া পাতিয়াছ এই সৃষ্টির উৎসব?

BANGLADARSHAN.COM

৩

প্রভুত্ব চায় তোমার উপর দুর্বল মাণবক
মহাকাশে ক্ষীণ ঘুড়ি উড়াইয়া রোধিবার মত সখ।
ভগ্ন মগ্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কীর্তি তার,
ঘূর্ণীতে দাও চূর্ণি' তাহার সকল অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র প্রবালে আশ্রয় দাও প্রনেষ্টা গর্ব্বের,
পদ্মাসন যে পাতে বুকে তব হিরণ্যগর্ভের।

৪

হে চির মুক্ত সমুদ্র–তুমি জানাও সগৌরবে–
তোমারে লভিতে অগ্রে তোমার মতন হইতে হবে।
দুকূল হারায়ে আপনা ভুলিয়া সকল ক্ষয়ের শেষে
তব সন্নিধি লাভ করা যায়–প্রবেশি তোমার দেশে।
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী গঙ্গা যে দ্রবময়ী–
তোমাতে মিশেছে ভক্তি এবং যুক্তির বাণী বহি'।

৫

গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসাগর তোমারে নমস্কার–
ভুবন মাঝারে বেশী বড় কিছু দেখিবার নাহি আর
নির্ঘোষিত এ সঙ্গম ভূমে–অভয়ের মহাবাণী–
রোষের ভস্মে বিভূতি বিলাতে অমৃতের আমদানি
ক্রোধের সমাধি হতে শান্তির ধারা হল নিঃসৃত
হত গৌরব উপরে স্নেহের জলবাহু বিস্তৃত।

৬

সকল চিতার অঙ্গার হয় ধৌত তোমারে চুমি',
অঙ্গার হতে হীরক করার মন্ত্র জানো যে তুমি।
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ–প্রণাম তোমারে কোটি,
জগৎ পিতা ও মাতায় চরণ ধৌত করিছ লুটি।
শ্রীভগবানের সলিল-শয্যা–অমৃতের পারাবার,
দৃষ্টি আমার হল জলময়ী, জানাই নমস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

নৈমিষারণ্য

তোমাকে এখন খুঁজিয়া পাবো না, বৃথা অরণ্যে ঢুকে–
প্রতিষ্ঠা তব হইয়া গিয়াছে বিশ্ব-মানব বুকে।
অরণ্য নও–সত্যই তুমি ছিলে ভারতের মন,–
মহাভারতের বন-বাণীরূপ–অমৃত প্রস্রবণ।
কতই পুরাণ, কত আখ্যান কতই আখ্যায়িকা–
জড়ায়ে রয়েছে তোমারে–লভিয়া অমরত্বের টিকা।
কোথা সূত মুনি?–সে জ্ঞানারণ্য–মুনিঋষি কুলপতি?
অনির্বাপিত সে হোমকুণ্ডে বার বার করি নতি।

শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ শাস্ত্র আলোচনা–আরাধনা,
পূজা হোম, তপ, অধ্যয়ন আর চলিত অধ্যাপনা।
'এক'কেই দেখা বহু বহু রূপে–এক-কথা শুনা সবে–
ধ্যান ও মনন সব অর্পণ সেই সে শ্রীবিষ্ণবে,
সযত্নে দূরে পরিহার করা–অমৃত নাই যাতে–
নিবিড় করিয়া দুর্লভে পাওয়া কঠোর তপস্যাতে।
ভাব-সাগরেতে সদা মন্থন সাধনা অনন্য–
উপনিষদের নন্দনবন–নৈমিষারণ্য।

দেহে মনে প্রাণে বলহীন হওয়া অতিবড় অভিশাপ,
দুর্বল কভু পরমাত্মারে করিতে পারে না লাভ।
সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ হল ত্যাগে–দান করিলে না যাহা–
বৃথায় এবং বিফলে তা পেল–নষ্ট হইল আহা।
প্রভেদ নাহিকো, অভেদ জগৎ এবং জগন্নাথ–
শুধু অহিংসা পারে হিংসাকে করিতে আত্মসাৎ।
এই ছিল তব শিক্ষা দীক্ষা–তোমার সাধনক্রম–
সব দেশে যুগে এ ধারাই চলে, নাহিকো ব্যতিক্রম।

জগতে হয়েছ অবিনশ্বর তুমি ও তোমার দান
অমৃতের পরিবেশন করেছ, মুক্ত সিদ্ধকাম।
নির্মল কর, পবিত্র কর, সতত ঊর্ধ্বে টানো–

BANGLADARSHAN.COM

কর্ম তোমার অমৃতপুত্রে অমৃতই ভুঞ্জানো।
মানুষকে করা অপাপবিদ্ধ, আবার জাতিস্মর–
মনুষ্যত্ব-দেবত্ব মাঝে রাখো কম পরিসর।
প্রেমানন্দের স্থায়ী রস তুমি নৈমিষারণ্য–
হে সৎ বস্তু ভাব হইয়াছ–ভুবনবরেণ্য।

BANGLADARSHAN.COM

গাদিয়া লোহার

[গত ৬ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে চিতোরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোহারগণ চারিশত বৎসর ধরিয়া যাযাবর জীবন যাপন করিয়া স্বাধীন চিতোরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর অনুরোধে পুনরাগমন করিয়াছেন]

তোমাদের সব পূর্বপুরুষ–
পরাজয় গ্লানি সহিতে নারি’,
গেল চারিশত বৎসর আগে
বীর শিল্পীরা চিতোর ছাড়ি’।
মহারানাজীর ভক্ত প্রবল,
বক্ষে অনল, চক্ষু সজল,
বলিল, ‘স্বাধীন চিতোরে ফিরিব
যদি কোনোদিন ফিরিতে পারি।’

২

তখনো চিতোর দুর্গ জ্বলিছে–
জহরব্রতের পুণ্যানলে,
তখনো করিছে ঘোর সংগ্রাম
দুর্গরক্ষী সৈন্যদলে।
দেখি ‘গম্ভীরা’ নদী হয়ে পার–
জলভরা চোখে কাতারে কাতার,
চলে গেল–গেল তাহাদের সাথে
স্বাধীন সূর্য অস্তাচলে।

৩

তোমরা তাদেরি, বীর যাযাবর
সে করুণ স্মৃতি আঁচলে বাঁধি’
বক্ষ-শোণিতে মুক্তি পিয়াসা–
কত পথে ঘাটে ফিরেছে কাঁদি’।
গৌরবময় সে অতীত দিন
তোমাদের মাঝে হয়ে আছে লীন,
এসো জীবন্ত বিদ্যুৎধারা
তোমাদিকে মোরা আসিতে সাধি।

BANGLADARSHAN.COM

৪

এলো স্বাধীনতা–সে স্বাধীনতার
তোমরা আসিয়া অংশ লভ।
কৃচ্ছ্রসাধনা সে কঠিন পণ
এনেছে সিদ্ধি সুদুর্লভ।
অনুকূল বায়ু বহে, হাসে দিক,
হে অনমনীয় স্বদেশপ্রেমিক!
এসো ফিরে এসো, তোমাদিকে লয়ে
আমরা ধনী ও ধন্য হব।

৫

জননীর দুখে হলে যাযাবর–
লোহার হৃদয়, লোহার দেহ–
অভিশাপ শেষ–স্বাধীন ভারতে
গৃহী হতে ডাকে মায়ের স্নেহ।
হৃদয় রয়েছে তেমনি যে রাঙা,
রহিয়াছে হের সেই ঘর ভাঙা,
এসো ফিরে এসো–পরমাত্মীয়
তোমাদিকে পর ভাবেনা কেহ।

BANGLADARSHAN.COM

৬

তোমাদিকে ডাকে স্বাধীন ভারত
স্বাধীন চিতোর ডাকিছে কাছে।
মহাভারতের প্রধানমন্ত্রী
বরণ করিতে দাঁড়ায়ে আছে।
যে পথে গিয়াছে ফের সেই পথে,
জয়মালা গলে এসো জয়রথে
জয়তু জয়তু প্রতাপ সিংহ
তব আগমন ভারত যাচে।

দিল্লীর নগরী

তোমার সেদিন গত, গত পাণ্ডব কৌরব–
চিরতরে অস্তমিত তোমার সে গৌরব।
সর্বহারা হলে, এলো লাঞ্ছনা অপার,
সারা গায়ে গ্লানি তোমার পরাধীনতার।
নৃশংসতা বীভৎষতা বিভীষিকার ঠাঁই–
এমন কিছু কদর্যতা নাই যা দেখ নাই।
নরনারীর রক্তে পথে ঢেউ যেত গোনা–
দেশজোড়া সে কসাইখানার নাইকো তুলনা।
বর্বরতায় জর্জরিত–অরুন্তুদ ব্যথা–
ইতিহাস তো নয়কো সেটা আরব-নিশির কথা!

২

শক্তিহারা সাহসহারা বিবেকহারা জাতি,
অবসন্ন দিবস, তাদের কলঙ্কময় রাতি।
চিত্ত বিত্ত সততা ও রূপ রাখা অক্ষত,
অসম্ভব যে ছিলই–পাবে প্রমাণ তাহার কত।
কৃতঘ্নতাই নীতি, এবং হত্যাকারী বীর,
ঠিক ছিল না দেহচ্যুত কখন হবে শির।
কলুষিত বিড়ম্বিত নিশ্বাস প্রশ্বাস–
নগর জুড়ে বাস করিত ভয়াল অবিশ্বাস।
ধনের মানের প্রাণের মোটের ছিলনাকো দর,
ছিলে হরণ লুণ্ঠনের যে তুমিই ‘বামাল ঘর’।

৩

জোর আছে যার মুলুক তাহার এই ছিল প্রবাদ,
প্রচণ্ড যে প্রশংস্য তার সকল অপরাধ।
প্রাচীন যাহা দর্শনীয় জাতির নমস্য–
সবার আগে পড়ল ভাঙা তাহাই অবশ্য।
ছিলে অধীন হেয় ও হীন লক্ষ্য তবু ভোগ–
অপার্থিবের সঙ্গে তোমার ছিল না কো যোগ।

BANGLADARSHAN.COM

বীর জাতিরা ধর্ম লাগি' দিচ্ছে যখন শির–
বক্ষে তোমার দুঃখ নাহি, চক্ষে নাহি নীর।
খুশ রোজেতে যোগ দিয়েছ কণ্ঠে সোনার হার–
যাপতে জীবন অবাঞ্ছিত জীবন গণিকার।

৪

ভাগ্য ভাল চরণ পরশ পেলে মহাত্মার,
এতদিনে হল পাষাণ-অহল্যা উদ্ধার।
দিব্যতনু পেলে, হল পুণ্য জীবন লাভ,
শব-সাধনায় দেখলে তুমি দেবীর আবির্ভাব।
শীর্ণ তোমার বৃন্তে এবার ফুটল পারিজাত–
প্রণিপাত যে করছে, যারা করত পদাঘাত।
মহাকালের বিচার বড় নির্মম কঠিন–
ঘৃণা করাই কার্য যাদের–ধূলায় হল লীন।
হবে তুমি বিশ্ববাসীর অনন্ত বিস্ময়–
অনাগত যুগ ও জাতি গাইবে তোমার জয়।

BANGLADARSHAN.COM

যেমন দিল্লী দেখতে চাই

হে শ্রীবিশাল দিল্লী তোমায়–দেখতে যে চাই মনের মত,
চৌদিকে ফুল ফলের বাগান, বনস্পতি সমুন্নত।
ওই যমুনার শ্যামল তীরে–
নাগেশ্বরে রইবে ঘিরে,
ফুলে ফুলে সঞ্চরিবে গুঞ্জরিবে মধুব্রত।

২

পূজার কমল দীঘির জলে ফুটবে–শোনো ফুটবে কেমন?
কাশ্মীরেতে 'ডাল'-হ্রদেতে এখন তারা ফোটে যেমন।
বাগ-বাগিচা আলো ক'রে
প্রচুর গোলাপ ফুটবে ভোরে,
জুঁই বেলি আর চাঁপার সাথে চন্দ্রমল্লী শত শত।

৩

BANGLADARSHAN.COM

কাশী দেবে পবিত্রতা–শিলং দেবে বনশ্রী–গো
তোমার বনে তপোবনে চরবে রাজাশ্রমের মৃগ।
ঘুরবে ময়ূর ঝাঁকে ঝাঁকে,
তটিনীর ওই বাঁকে বাঁকে,
চল্‌বে রঙিন তরীর বহর কালিন্দীতে অবিরত।

৪

রইবে তুঙ্গ হর্ম্যরাজি কর্মব্যস্ত রাত্রিদিনই–
একদিকে নৈমিষারণ্য–অন্যদিকে উজ্জয়িনী।
প্রশস্ত পথ–কী শৃঙ্খলা!
আনন্দ সে পথেই চলা–
যান-বাহনের কী সঙ্গতি–জনতাও কী সংযত।

৫

আকাশচুম্বী মন্দিরেতে আরাত্রিকের বিপুল ঘটা,
শঙ্খধ্বনি গভীর নিবিড় সুদূর বিম্বী আলোর ছটা।
বাদ্যে গন্ধে নৃত্যে গীতে–

আশিস ঝরে অবনীতে
উঠবে পতিত সেথায় নমি'—জুড়াইবে বুকের ক্ষত।

৬

কালিদাসের শ্লোকের মত স্নিগ্ধ হবে তোমার ভাষা
সমৃদ্ধ ও সিদ্ধ শুচি—সেই মিটাবে সকল আশা।
আঁখর তাহার দেব নাগরী
ত্রিদিব ঘেঁষা তার মাধুরী,
সুধাভরা তার গাগরী—নয় সে ভাষা সামান্য তো।

৭

গড়বে তুমি নূতন নূতন তক্ষশীলা নালন্দাকে,—
কতই কুবের থাকবে হেথায় ত্যজি' তাদের অলকাকে
হবে পরম ধনে ধনী,—
হবে চিন্তামণির খনি
দেশ বিদেশের মহৎ বৃহৎ নিত্য হবে সমাগত।

BANGLADARSHAN.COM

৮

কী ছিলে, কী হয়েছিলে, কী হয়েছ, কী যে হবে—
আমি যে তাই দেখছি ধ্যানে, মন মেতেছে সে উৎসবে।
হবেনাকো কারো ভীতি।
বিশ্বসাথে তোমার প্রীতি,
আদর পাবে সকল জাতি সকল ধর্ম মত আর আর পথ-ও।

হিটলার

তুমি রুদ্রের মানসপুত্র দুরাশা জননী তব
যাতনা-সাগর-মন্থন উদ্ভব।
তুমি লাঞ্ছিতা মহাশক্তির দান
দিকবধূগণ করায় স্তন্যপান,
বিরাট সাধনা, পরিকল্পনা সবই তব অভিনব।

যবে অনাহারে ঘৃণা অপমানে স্বদেশ শৃঙ্খলিত,
কৃষ্টি এবং দৃষ্টি কলঙ্কিত।
ধর্ম যখন খুঁজিতেছে আশ্রয়,
গুমরে জাতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিচয়,
হতেছে জন্ম-অধিকার হতে দুর্বল বঞ্চিত।

পরাজয়-গ্লানি-ক্লিষ্ট কুটীরে তোমার আবির্ভাব
নিষ্পেষিতের ঘনীভূত উত্তাপ–
করি' দূরীভূত লৌহ প্রাসাদমালা,
দুষ্কর্মীর দুষ্ট কর্মশালা,
দৃঢ় রক্ষিত সঞ্চিত পাপে সহসা ধরালে ফাঁপ।

অশনিগর্ভ নক্ষত্রের আগ্নেয় অনীকিনী
সমরনায়ক তোমারে লইল চিনি।
অতি দর্পীরে শিখাইল সভ্যতা,
উপেক্ষিতের শক্তির বিশালতা
প্রত্যাসন্ন মুক্তি–জরতী হল রণরঙ্গিনী।

বনস্পতিরা ধূলিলুণ্ঠিত বিদীর্ণ পর্বত
সিংহ সর্প ব্যূহ ভেঙ্গে তব পথ।
ছিন্ন হইল সহসা ঝলসি' চোখ,
শক্তিসৌধে বিদ্যুৎ সংযোগ,
অর্ধ পথেতে ধরণী গ্রাসিল তোমার বিজয় রথ।

BANGLADARSHAN.COM

যুগসন্ধির হে মহামানব মিলিল না সফলতা–
তব তপস্যা তবুও যায়নি বৃথা।
তুমিই মৌন মুখেতে দিয়াছ কথা,
হৃদয়ে অগ্নিশুদ্ধ পবিত্রতা,
সমুজ্জ্বল এক জাতি ও জগৎ গঠনের প্রবণতা।

বিশ্বের মনোরাজ্যে আনিলে বিপ্লব আলোড়ন,
পাষাণ হৃদয়ে বিবেকের স্পন্দন।
জীবনে সর্বনিয়ন্তা এক আছে
উৎপীড়িতেরা আগাইছে তার কাছে,
সাড়া দিয়ে গেল শ্রীভগবানের চক্র সুদর্শন।

BANGLADARSHAN.COM

বাস্তু বিনিময়

হয়ে স্বাধীনতা-হীনতার দিনে যাহারা আছিল এক,
আজ ছাড়াছাড়ি–তাড়াতাড়ি মোরা কোথা চলিয়াছি, দেখ!
অমৃতের চেয়ে মিঠা–
সাত পুরুষের ভিটা
স্বস্তির দেশ সুখ পরিবেশ করিতে হল যে ত্যাগ।

২

কক্ষে কক্ষে দাগ রেখে গেছে আনন্দ-উৎসব
স্নিগ্ধ জনের স্মৃতির কাহিনী জড়ানো রয়েছে সব।
হাতে রোপা তরুলতা–
কহিতেছে যেন কথা।
কাঁদে দাস-দাসী, কাঁদে গ্রামবাসী–হত শত গৌরব।

৩

BANGLADARSHAN.COM

রুষ্ট মনের দুষ্ট সৃষ্টি দ্বিধা সংশয় ভীতি–
মনকে আমার বিচার বিমূঢ় দূষিত করেছে নিতি।
জুড়াবো কোথায় রহ?
যাতনা দুর্বিষহ–
এই ভাঙা গড়া, ছাড়া আর ধরা–ধূলার ধরার রীতি।

৪

বিধাতার নয়, মানুষের গড়া সাধের বিড়ম্বনা,
পর হল তারা? চিরদিনকার যাহারা আপন জনা।
তবু ছেড়ে যেতে হবে,
চিহ্ন কিছু না রবে,
জাতির দাবী যে জাতির খবর রাখেনাকো এক কণা।

৫

কতই বুঝাই, কিন্তু আমার মন যেন বলে দিন,
সারস চলেছে–শৃগালের বাড়ী শোধিতে সখের ঋণ।
বৈরাগী গায় দ্বারে,

তাইরে নাইরে নারে,
উটপাখিদের দেশে তোফা রবে ভেব না পেন্‌গুইন।

৬

তুমি কেঁদে এসো, আমি কেঁদে যাই, ভিটা হোক বিনিময়,
রোদন দিয়াই এ নব বোধন, প্রাণে যে ব্যাকুল হয়।
অশ্রুসিক্ত পথে,
চলি কণ্টক রথে,
অপরিচিতের সাথে যে দয়াল করে দাও পরিচয়।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রিটিশের বিচার

বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই
করেন ব্রিটিশ জাতি,
কতটুকু তাতে সুখ্যাতি–আর
কতখানি অখ্যাতি।
যীশুকে যাহারা দিয়েছিল ক্রুশে,
বিচার করায়ে–বিচারক পুষে,
মোরা দেখি সব শ্বেতাঙ্গ জাতি
আজিও তাদেরি জ্ঞাতি।

২

পুণ্যপ্রতিমা 'জোয়ান ডি আর্ক'।
ফরাসী বীরাঙ্গনা,
বিচার করিয়া কে পোড়ালো তারে
করি' শত লাঞ্ছনা?
যে বিচার এক পাপ প্রহসন
শুনি কলুষিত হয় দেহমন,
বীভৎস সেই জঘন্য তার
করিব না আলোচনা।

৩

'নন্দকুমারে' ফাঁসি দিল যারা
তাদেরো বিবেক আছে?
ওকে বল ন্যায়? তবে অন্যায়–
স্পৃহহীন ওর কাছে।
ওকি কদর্য বিচারের রূপ!
হীন কুৎসিত বিষ-বিদ্রূপ–
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ–
অসুরই কেবল বাঁচে।

BANGLADARSHAN.COM

৪

কী পেলে জাপান–ওই জার্মানী
পরাজিত অবনত?
বিচার যা তাহা–প্রতিহিংসার
উদ্‌যান বোমা মত।
সুদূর ভবিষ্যতের চক্ষে–
শুধু মহাপাপী হলে অলক্ষ্যে
বিচারাতঙ্ক বীজাণু বাহক
বিজয়ী ভাগ্যহত।

৫

দেহ শুধু শ্বেত, চেতোদর্পণে–
আবর্জনার স্তূপ,
প্রতিফলিত কি হতে পারে সেথা
সত্য ন্যায়ের রূপ?
স্বার্থের নামে এ তো বলিদান
নাহিকো যুক্ত যুক্তির স্থান,
সব ত্যজিয়াছ–লজ্জা ত্যজো না
হে ভদ্র রও চুপ।

BANGLADARSHAN.COM

৬

ভেব না তোমরা ন্যায়পরায়ণ
বিচারে নরোত্তম,
কোথা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা
বিবেকীর সংযম?
নরভুক যারা ভাল বরঞ্চ,
রচনা ন্যায়ের বধ্যমঞ্চ
হত্যাই করে–প্রবঞ্চনার
আড়ম্বরটা কম।

৭

পূর্বপুরুষ হনু ছিল বলো–
জানিনে সত্য কি না!

ও মত গ্রহণে সন্দেহ হয়
বিশেষ প্রমাণ বিনা।
হই নিশ্চিত–তবু মনে ভাবি,
হেসে মেনে লবে তোমাদের দাবী
অনাগত তব বংশধরেরা
হেরি বিচারের চিনা।

BANGLADARSHAN.COM

সত্যমপ্রিয়

ব্রিটিশ! তোমরা ধর্মের সীমা করিছ অতিক্রম,–
সে অমিত তেজ কোথায়? কোথা সে মানসিক বিক্রম?
আড়াল করিয়া তব বিবেকের স্তিমিত দীপের শিখা–
বিভীষিকা আর অহমিকা সহ দাঁড়ায়েছে আমেরিকা।
তোমার পুণ্য আয়ু যশ জয় দ্রুত হইতেছে ক্ষয়,–
অতি দর্পের আতিশয্যকে কেন দাও প্রশ্রয়?
'কোরিয়া'কে করি' ধর্মক্ষেত্র ডলারের গুরু ভারে–
এটম বোমার কর্মকাণ্ড চলিবে নির্বিচারে।
পাপ-প্রদিগ্ধ, রক্ত সিক্ত সৌখ্য করিতে ভোগ,–
করিছ মহান ঐতিহ্যের মুখাগ্নি উদ্যোগ।

২

'ইউ এন্ ও' কি তাহা তোমরাই জানো–এটুকুও জেনে নিয়ো
গৃহবিরোধ সে মিটাইতে আসি' জ্বালায় না যেন গৃহ।
বসাইতে গিয়া মহামানবের মহামিলনের মেলা–
জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের না পাতায় জুয়াখেলা।
বিশ্বশান্তি মঙ্গল ব্রত বড় বড় ধ্বনি মুখে–
বৃষ্টি হইতে রক্ষা না করে–ডুবায়ে নদীর বুকে।
স্ফীতি কখনোই স্থিতি আনেনাকো ডেকে আনে শুধু ক্ষয়,
উহাতে সৃজনী জীবনীশক্তি নাহিকো সুনিশ্চয়।
হও সতর্ক, আছে তোমাদের কিছু হিতাহিত বোধ।
অকীর্তিকর অবাঞ্ছনীয় অভিযান কর রোধ।

৩

খ্রীষ্টের বাণী ভুলেছ তোমরা, ভুলেছ তাঁহার ক্ষমা,
ধরেছ তাঁহার ক্রুশ এক হাতে, অন্য হস্তে বোমা।
তোমার জাতির প্রার্থনা স্মর–সে পণ প্রতিশ্রুতি
কল্যাণকৃৎ–কী লোভে হতেছ ধ্বংস কার্যে ব্রতী।
বীর তোমাদের পূর্বপুরুষ অজেয় জলে স্থলে–
রেখেছে তাদের চরণের চিনে বিপুল ভূমণ্ডলে,

BANGLADARSHAN.COM

ভোগ ও ত্যাগের প্রতীক মুছিয়া মুছি আদর্শ হেন,
ব্যাঘ্রের থাবা নখরের চিনে রাখিয়া যাইবে কেন?
রাজসূয় যারা করিতে পারিত নন্দিত করি' দেশ–
তাহাদের সব আয়াজন হবে মারণযজ্ঞে শেষ?

৪

তোমার মহৎ বৃহৎ জাতিতে একটা কি নাই প্রাই?
সদর্পে বলে, 'পাশবিকতার চাই চাই অবসান।'
বৃথা কৃষ্টির জয়গান কর কী মূল্য আছে তার?
বসুধাকে যদি করে তোল আহা বিশাল হত্যাগার?
শক্তিপূজারী গড়িতে চাহিছে যারা ভুবনেশ্বরী–
অহঙ্কারেতে বিমূঢ় নাচিছে ছিন্নমস্ত গড়ি'।
কলুষিত করি' কুৎসিত করি' সজ্জিত এই ভুবন–
কোথায় রহিবে আজিকার সব দম্ভী দুর্যোধন?
ভাবিছে যাহারা হর্তা কর্তা–কতটুকু তার দাম–
ইতিহাসে রবে অভিশপ্ত ও গ্লানিকর কটা নাম।

BANGLADARSHAN.COM

অসভ্য সভ্যতা

বন থেকে মোরা নগরেতে আসি
নগর হইতে বনে,
সভ্যতা আর বর্বরতার
ক্রম পরিবর্তনে।
ক্রোধে হিংসায়, আজও হই অন্ধ,
আনন্দে সেই আমিষের গন্ধ,
গুহার মানবই বাস করিতেছি
মর্মর নিকেতনে।

২

দেহে মনে মোরা পশু হতে কিছু–
ঊর্ধ্বে উঠেছি বটে,
তবু ভালবাসি থাকিতে যে বেশি
তাদের সন্নিকটে।
যতই আবরি আবরণে আভরণে
অধিক সখ্য সেই নগ্নতা সনে,
রক্ত মাংস বড় হয়ে রাজে
এখনো মানসপটে।

৩

স্বার্থ অর্থ প্রভুত্বকেই–
শ্রেষ্ঠ কাম্য মানি
ফুৎকারে ধরা ভস্ম করার
শুনাই অভয় বাণী!
করি' উপেক্ষা মহার্ঘ মৃগনাভি
মাংস শৃঙ্গ চর্মেই করি দাবী,
বুকের বিশাল ঐশ্বর্যের
নিত্য হতেছে হানি।

BANGLADARSHAN.COM

৪

সুদুর্লভ সে মনুষ্যত্ব
হারানো বিমূঢ় হিয়া,
মানব দানব হল স্বেচ্ছায়
বিবেক বিসর্জিয়া।
কোনো অন্যায় লাগেনাকো আর হেয়,
সব পাপ ধীরে হইতেছে পাংক্তেয়
এর চেয়ে ভাল বনে বনে ঘোরা
লাঙ্গুল ঝুলাইয়া।

৫

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি
এখনো ধূমায়মান–
‘পম্পী’র মত হবে কি ধরণী
ভস্মেই অবসান?
করে নরমেধ যজ্ঞের হবে শেষ?
হবে কি পুণ্য জীবনের উন্মেষ?
কোথায় সিদ্ধি, কোথায় শান্তি,
কোথায় সে কল্যাণ?

BANGLADARSHAN.COM

৬

রণ-দামামার শব্দে বধির
শ্রবণ ভাগ্যহারা–
শুনিতে পায় না নূপুরের ধ্বনি
মধু বংশীর সাড়া।
দেবতার আর হয় না অধিষ্ঠান,
নাহি বিশ্বাস, স্থির তপস্যা ধ্যান,
তামা ওজনের ‘মন’ হয়ে আছে
মানবের মন খাড়া।

৭

মঙ্গলময়ে টলাতে পারে না
হৃদয় অনির্মল,

তাঁর তুষ্টির আলোক ব্যতীত
সকলি যে নিষ্ফল।
গর্বিত নর, তোমার আবিষ্কার–
কতটুকু বেশী সন্ধান দিলে তাঁর?
অমৃতের কোনো খবর পেলে কি
ক্ষুধিত ভূমণ্ডল?

৮

এসো পরিধিতে, নিরঞ্জনের–
‘রঞ্জন’রশ্মির।
দেখ তুমি সেই বন্য মানব
হস্তে ধনুক তীর।
কোথা সজ্জিত রঙ্গিন পটভূমি,
কুৎসিত-তর দেখিতে হয়েছ তুমি,
বিশ শতকের সভ্যতা হবে
লজ্জায় নতশির!

BANGLADARSHAN.COM

অভয়ের কথা

যুদ্ধ, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা–
মনেতে জাগায় ভীতি সংশয় ব্যথা।
তিক্ত হইয়া উঠে যবে সারা প্রাণ,
শুনি যেন কার মধু গুঞ্জন গান–
মানবে মানবে বিরাট আত্মীয়তা।

২

সত্য এ গীত–প্রভেদ থাকুক যত,
মানুষে মানুষে স্নেহ প্রেম প্রীতি কত!
পৃথক হউক বর্ণে ধর্মে দেশে,
এক পরিবার বক্ষের দ্বারে এসে–
পরমাত্মীয়–বিদেশ প্রত্যাগত।

৩

BANGLADARSHAN.COM

অচেনার কথা শুনেছি পড়েছি কবে–
কেন তারা হেন আপন হইয়া রবে?
তাদের লাগিয়া বেদনা ও আকুলতা–
জানায় মানব জাতির অখণ্ডতা।
প্রাণের পরশ এক করে দেয় সবে।

৪

অন্তর্যামী দেওয়া এই অন্তর,
তাঁহারি পাঞ্জা বহিছে নিরন্তর!
সব চুমকে উত্তর দিকে টান
সকল মানুষ একই সুধা করে পান,
বিনি-সুতো হারে গ্রথিত পরস্পর।

৫

আছে হানাহানি হয় না ইহার শেষ,
জানি নব রূপ ধরে আসে বিদ্বেষ।
তবুও মানুষ অতি অপরূপ জীব
রুদ্রতা তার জাগ্রত করে শিব
বিচ্ছেদই রচে মিলনের পরিবেশ।

BANGLADARSHAN.COM

বর্বরতা

সভ্যতা ও তো কৃপাণ শোণিত-মাখা,
যত্নে বদ্ধ সুচারু সোনালী খাপে,
বেশী দিন তার সহে না সে ভাবে থাকা,
রক্ত তৃষায় কাঁপায়–নিজে সে কাঁপে।
তার ইতিহাস বর্বরতায় ভরা,
তার ইতিহাস পাপে ও দম্ভে গড়া,
অপহরণের পসরা তাহার শিরে।

২

সভ্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি
বলিয়া–আত্মপ্রচার যাদের সাধ,
তারাও চলেছে নৃমুণ্ডমালা গাঁথি'
আচরি' ভয়াল হীনতম অপরাধ।
ভাবাঢ্য মন, বাকজাল পরিপাটী,
রচে আবরিয়া রক্তমাংস মাটি,
সুধার কুহেলি গরল সাগর তীরে।

৩

রাখো কৃষ্টির মহিমা এ গরিমার
যত আবরণ আভরণে তাঁরে ঘিরে
মানব আদিম পিপাসা ও হিংসায়
যাবেই নগ্ন বর্বরতায় ফিরে।
দেবত্ব নয় পশুত্ব তার প্রিয়।
মুনি ঋষি তার কেহ নয় আত্মীয়,
ধর্ম নয়, সে শক্তি আকাঙ্ক্ষী রে।

৪

হয় জাতি যবে লুণ্ঠিত ধনে ধনী–
হতে চায় তারা ভদ্র সাধু ও সৎ।
সভ্যতার যে গড়ে দৃঢ় আবরণী–
করিতে দুষ্য সম্পদ নিরাপদ।

BANGLADARSHAN.COM

তখনি সর্বশক্তিমানে সে স্মরে।
যত সদাচার বিধি ও বিধান গড়ে,
বাঁধন রচে যে সকল বাঁধন ছিঁড়ে।

৫

ধরাকে পীড়িত করাই নরের কাজ–
ধ্বংস হরণ মারণেতে উল্লাস,
নমনীয় তার বিবেক–নাহিকো লাজ
নিপুণ সদাই সাধিতে সর্বনাশ।
বর্বরতায় কৃষ্টির উন্মেষ,
বর্বরতায় পুনঃ হয় তার শেষ,
সব উত্থান মিশে পতনের ভিড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

শান্তিরক্ষক

শান্তি রক্ষা করাই মোদের কাজ,
আইন এবং শৃঙ্খলা মোরা রাখি।
বদল একটু হইতে হয়েছে আজ,
উপেক্ষা করি' নিরপেক্ষই থাকি।

২

অশান্তিকেই রক্ষা করেছি মোরা–
রক্ষা করেছি শুধু বিশৃঙ্খলা,
খুর ছুড়িয়াছে ক্ষোভে আমাদের ঘোড়া
মানুষ কেটেছে স্রেফ মানুষের গলা।

৩

ডেকে আমাদের পায় নাই কেহ সাড়া,
মরণকান্না উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
সুমুখে মোদের জ্বালায়ে দিয়াছে পাড়া–
দাঁড়ায়ে যে থাকে সেও একরূপ লড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

৪

সাজানো নগরী হল যে হত্যাগার,
ফেরে লুণ্ঠন হিংসা ও আক্রোশ,
মোদের ছিল না কিছুই কি করিবার,
ভগবান কাছে আমরা কি নির্দোষ?

পরিবর্তন

আছেন কতই বৃহৎ মহৎ হিন্দু মুসলমান,
জানি–মনে তাই আনন্দ উপজয়,
এত ছোট হীন হেয় ছিল সেথা স্বপ্নে কি কেহ জানে?
তাই এত ব্যথা এত বেশী বিস্ময়!

২

যুগের কৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সদাচার
দয়া ও মমতা সকলি কি হায় মিছে?
মানুষ যে ছিল জীবের শ্রেষ্ঠ, ধরার অলঙ্কার
তাহার অধঃপতন পশুর নীচে?

৩

বনস্পতির রাজ্যে দেখছি বিষবৃক্ষের ভিড়,
ধূমকেতু আর উল্কায় ভরা নভ,
সাধু ধিক্কৃত দুষ্কৃতিদল দম্ভে উচ্চশির,
দারুণ মর্মবেদনা কাহারে কব?

BANGLADARSHAN.COM

৪

এই ধরাতলে মানবের রূপে এসেছেন ভগবান
প্রেমানন্দেতে হৃদয় উঠে যে ভরি’,
সুমুখে আমার হতে যে দেখিনু মানুষকে শয়তান
স্ফুরে না বচন–গোপনে গুমরি’ মরি।

॥সমাপ্ত॥